ভারত সরকার

# বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়

सत्यमेव जयते

# ঠিকা শ্রমিক ( প্রনিয়ন্ত্রণ ও বিলোপন ) আইন, ১৯৭০

( ১৯৭০-এর ৩৭ নং আইন )

[ ১লা নভেম্বর, ১৯৯১ তারিখে যথা-বিদ্যমান ]

# The Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act, 1970

**( Act No. 37 of 1970 )**

[ As on the 1st November, 1991 ]

ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা-৭০০০১২ কর্তৃক মুদ্রিত।

১৯৯৭

# ঠিকা শ্রমিক (প্রনিয়ন্ত্রণ ও বিলোপন) আইন, ১৯৭০

১৯৭০-এর ৩৭ নং আইন

ধারাসমূহের বিন্যাস

## অধ্যায় ১

### প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার, প্রারম্ভ ও প্রয়োগ।

২। সংজ্ঞার্থ।

## অধ্যায় ২

### উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ

৩। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ।

৪। রাজ্য উপদেষ্টা পর্ষদ।

৫। কমিটিসমূহ গঠন করিবার ক্ষমতা।

## অধ্যায় ৩

### ঠিকা শ্রমিক নিয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ

৬। রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের নিয়োগ।

৭। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ।

৮। কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকরণের প্রতিসংহরণ।

৯। রেজিস্ট্রি না করার ফল।

১০। ঠিকা শ্রমিক নিয়োজনের প্রতিষেধ।

## অধ্যায় ৪

### ঠিকাদারকে লাইসেন্স প্রদান

১১। লাইসেন্স-আধিকারিকের নিয়োগ।

১২। ঠিকাদারকে লাইসেন্স প্রদান।

১৩। লাইসেন্স মঞ্জুরি।

১৪। লাইসেন্সের প্রতিসংহরণ, নিলম্বন ও সংশোধন।

১৫। আপীল।

## অধ্যায় ৫

### ঠিকা শ্রমিকের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য

১৬। ক্যান্টিন।
১৭। বিশ্রাম-কক্ষ।
১৮। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।
১৯। প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা।
২০। কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য-নিয়োজকের দায়িতা।
২১। মজুরি প্রদানের দায়িত্ব।

## অধ্যায় ৬

### দণ্ড ও প্রক্রিয়া

২২। বাধা প্রদান।
২৩। ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন সম্পর্কিত বিধানসমূহের উল্লঙ্ঘন।
২৪। অন্যান্য অপরাধ।
২৫। কোম্পানি-কৃত অপরাধ।
২৬। অপরাধের প্রগ্রহণ।
২৭। অভিযুক্তির তামাদি।

## অধ্যায় ৭

### বিবিধ

২৮। পরিদর্শনকারী কর্মীবৃন্দ।
২৯। যে সকল রেজিস্টার ও অন্যান্য অভিলেখ রক্ষিত হইবে।
৩০। এই আইনের সহিত অসমঞ্জস বিধি ও চুক্তির ফল।
৩১। বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।
৩২। এই আইন অনুযায়ী কৃতকার্যের জন্য সংরক্ষণ।
৩৩। নির্দেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা।
৩৪। অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা।
৩৫। নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

# ঠিকা শ্রমিক ( প্রনিয়ন্ত্রণ ও বিলোপন ) আইন, ১৯৭০

( ১৯৭০-এর ৩৭ নং আইন )

[ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ ]

কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন প্রনিয়ন্ত্রণ করণার্থ এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে উহার বিলোপনের জন্য ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহের জন্য ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের একবিংশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

## অধ্যায় ১

### প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার, প্রারম্ভ ও প্রয়োগ।

১। (১) এই আইন ঠিকা শ্রমিক (প্রনিয়ন্ত্রণ ও বিলোপন) আইন, ১৯৭০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে এবং এই আইনের ভিন্ন ভিন্ন বিধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট হইতে পারিবে।

(৪) ইহা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে—

(ক) যে প্রতিষ্ঠানে ঠিকা শ্রমিকরূপে কুড়িজন বা ততোধিক কর্মকারী নিয়োজিত আছে বা পূর্ববর্তী বারো মাসের যে কোন দিনে নিয়োজিত ছিল সেরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ;

(খ) যে ঠিকাদার কুড়িজন বা ততোধিক কর্মকারীকে নিয়োজিত করে বা পূর্ববর্তী বারো মাসের যে কোন দিনে নিয়োজিত করিয়াছে সেরূপ প্রত্যেক ঠিকাদার সম্পর্কে :

তবে, যথাযোগ্য সরকার, তদীয় অভিপ্রায়জ্ঞাপক অন্যূন দুই মাসের নোটিস প্রদান করিবার পর, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ কুড়ি অপেক্ষা কম সংখ্যক কর্মকারী নিয়োজনকারী যেকোন প্রতিষ্ঠান বা ঠিকাদারের প্রতি এই আইনের বিধানসমূহ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) (ক) ইহা এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না যেখানে কেবলমাত্র সবিরাম বা আকস্মিক ধরনের কর্ম সম্পাদিত হয়।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত কর্ম সবিরাম বা আকস্মিক ধরনের কি না এই প্রশ্ন উদ্ভূত হইলে, যথাযোগ্য সরকার, কেন্দ্রীয় পর্ষদ বা, স্থলবিশেষে, কোন রাজ্য পর্ষদের সহিত পরামর্শ করিবার পর উহার মীমাংসা করিবেন এবং তদীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, কোন প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত কর্ম—

(i) যদি উহা পূর্ববর্তী বারো মাসের মধ্যে একশত কুড়ি দিনের অধিক দিন করা হইয়া থাকে, অথবা

(ii) যদি উহা কোন ঋতুকালিক প্রকৃতির হয় এবং বৎসরে যাট দিনের অধিক দিন করা হয়,

তাহা হইলে, উহা সবিরাম ধরনের বলিয়া গণ্য হইবে না।

সংজ্ঞার্থ। ২। (১) এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,

(ক) "যথাযোগ্য সরকার" বলিতে বুঝায়,—

(i) যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পবিরোধ আইন, ১৯৪৭ অনুযায়ী যথাযোগ্য সরকার, সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার,

(ii) অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে, ঐ অন্য প্রতিষ্ঠান যে রাজ্যে অবস্থিত সেই রাজ্যের সরকার;

(খ) কোন কর্মকারীকে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মে বা কর্ম সম্পর্কে "ঠিকা শ্রমিক"রূপে নিয়োজিত বলিয়া সেক্ষেত্রে গণ্য করা হইবে যেক্ষেত্রে তাহাকে, মুখ্য-নিয়োজকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, কোন ঠিকাদারের দ্বারা বা মাধ্যমে ঐরূপ কর্মে বা কর্ম সম্পর্কে ভাড়া করা হয়;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে "ঠিকাদার" বলিতে, যে ঠিকা শ্রমিকের মাধ্যমে, ঐ প্রতিষ্ঠানকে মালপত্র বা বিনির্মাণ দ্রব্য সরবরাহ করা ভিন্ন, ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন কর্মের কোন নির্ধারিত ফল উৎপন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে অথবা যে ঐ প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মের জন্য ঠিকা শ্রমিক সরবরাহ করে, সেরূপ ব্যক্তি বুঝায় এবং উহা উপ-ঠিকাদারকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ঘ) "নিয়ন্ত্রিত শিল্প" বলিতে, যে শিল্পের নিয়ন্ত্রণ, কোন কেন্দ্রীয় আইনের দ্বারা, সংঘ কর্তৃক জনস্বার্থে সঙ্গত বলিয়া ঘোষিত হয় তাহাকে বুঝায় ;

(ঙ) "প্রতিষ্ঠান" বলিতে বুঝায়—

(i) সরকারের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর কোন করণ বা বিভাগ, অথবা

(ii) যেখানে কোন শিল্প, কারবার, ব্যবসায়, বিনির্মাণ বা বৃত্তি চালিত হয় এরূপ কোন স্থান ;

(চ) "বিহিত" বলিতে, এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায় ;

(ছ) "মুখ্য-নিয়োজক" বলিতে বুঝায়,—

(i) সরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর কোনও করণ বা বিভাগ সম্পর্কে, ঐ করণ বা বিভাগের প্রধান অথবা অন্য যে আধিকারিককে সরকার বা, স্থলবিশেষে, স্থানীয় প্রাধিকারী এতৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট করিবেন সেই আধিকারিক,

(ii) কোন কারখানায়, উহার মালিক বা ভোগদখলকারী এবং যে স্থলে কারখানা আইন, ১৯৪৮-এর অধীনে কোন ব্যক্তি কারখানার পরিচালক নামে আখ্যাত হইয়াছে সে স্থলে, ঐরূপে অখ্যাত ব্যক্তি, ১৯৪৮-এর ৬৩।

(iii) কোন খনিতে, ঐ খনির মালিক বা এজেন্ট এবং যে স্থলে কোন ব্যক্তি ঐ খনির পরিচালক নামে আখ্যাত হইয়াছে সে স্থলে, ঐরূপে আখ্যাত ব্যক্তি,

(iv) অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানে, উহার অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী যে কোন ব্যক্তি ।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণের (iii) উপ-প্রকরণের প্রয়োজনার্থে, "খনি", 'মালিক" এবং "এজেন্ট" এই কথাগুলির সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ খনি আইন, ১৯৫২-র ২ ধারার (১) উপধারার (ঞ), (ঠ) ও (গ) প্রকরণে যথাক্রমে দেওয়া হইয়াছে ; ১৯৫২-র ৩৫।

(জ) "মজুরি" কথাটির সেই অর্থই থাকিবে যে অর্থ মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬-এর ২ ধারার (vi) প্রকরণে নির্দিষ্ট আছে ; ১৯৩৬-এর ৪।

(ঝ) "কর্মকারী" বলিতে, নিয়োজনের শর্তসমূহ স্পষ্ট বা বিবক্ষিত যাহাই হউক না কেন, ভাড়া বা পারিতোষিকের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অর্ধদক্ষ বা অদক্ষ কায়িক, অবেক্ষণ-মূলক, প্রায়োগিক বা করণিক কর্ম করিবার জন্য, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মে বা কর্ম সম্পর্কে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি বুঝায়, কিন্তু উহা এরূপ কোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না—

(ক) যে প্রধানতঃ কোন পরিচালনামূলক বা প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়োজিত ; অথবা

(খ) যে কোন অবেক্ষণমূলক ক্ষমতায় নিয়োজিত হইয়া, মাসিক পাঁচশত টাকার অধিক মজুরি পায়, অথবা পদের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্তব্যের প্রকৃতিবশতঃ বা সেই ব্যক্তিতে বর্তানো ক্ষমতার কারণে প্রধানতঃ পরিচালন প্রকৃতির কৃত্য করে ; অথবা

(গ) যে একজন বহিঃকর্মী, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি যাহাকে মুখ্য-নিয়োজকের দ্বারা বা পক্ষে কোন দ্রব্য বা উপাদান, তাহার কারবার বা ব্যবসায়ের প্রয়োজনার্থে, বিক্রয়ের জন্য পরিপূরণ, পরিষ্করণ, প্রক্ষালন, পরিবর্তন, অলংকরণ, সম্পূর্ণকরণ, মেরামত, অভিযোজন করিতে বা অন্য উপায়ে প্রক্রিয়ান্বিত করিতে দেওয়া হয়, এবং ঐ প্রক্রিয়া ঐ বহিঃকর্মীর বাড়িতে অথবা এরূপ অন্য কোন ঘর-বাড়িতে চালিত হইবে যাহা মুখ্য-নিয়োজকের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার অধীন কোন ঘর-বাড়ি নহে।

(২) এই আইনে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বলবৎ নহে এরূপ কোন বিধির কোনও উল্লেখ, ঐ রাজ্য সম্পর্কে, সেখানে তৎস্থানী কোন বিধি বলবৎ থাকিলে, সেই বিধির উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

# অধ্যায় ২

## উপদেষ্টা পর্ষদসমূহ

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ।

৩। (১) কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ঠিকা শ্রমিক পর্ষদ ( অত্র অতঃপর কেন্দ্রীয় পর্ষদ বলিয়া উল্লিখিত ) নামে অভিধেয় একটি পর্ষদ গঠন করিবেন যাহা এই আইনের প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত যে সকল বিষয় তন্নিকট প্রেষিত হইবে তৎসম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে উপদেশ দিবে এবং এই আইন অনুযায়ী তৎপ্রতি নির্দিষ্ট অন্যান্য কৃত্য নিষ্পন্ন করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে—

(ক) একজন সভাপতি যিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ;

(খ) প্রধান শ্রম কমিশনার ( কেন্দ্রীয় ), পদাধিকারবলে ;

(গ) অনধিক সতেরো কিন্তু অন্যূন এগারো এরূপ সংখ্যক সদস্য যাঁহাদের কেন্দ্রীয় সরকার, সেই সরকারের এবং রেল, কয়লা-শিল্প, খনি-শিল্প, ঠিকাদারগণ, কর্মকারিগণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমতে অন্যান্য যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত তাঁহাদের কেন্দ্রীয় পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনীত করিবেন।

(৩) (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট প্রত্যেক শ্রেণী হইতে কেন্দ্রীয় পর্ষদে কতজন ব্যক্তি সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা, সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত, তাঁহাদের নিজ কৃত্য সম্পাদনে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে শূন্যপদ-সমূহ পূরণের প্রণালী যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপই হইবে :

তবে, কর্মকারিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে মনোনীত সদস্যগণের সংখ্যা মুখ্য-নিয়োজক ও ঠিকাদারগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে মনোনীত সদস্যগণের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে না।

উপদেষ্টা পর্ষদ।

৪। (১) রাজ্য সরকার, রাজ্য উপদেষ্টা ঠিকা শ্রমিক পর্ষদ ( অত্র অতঃপর রাজ্য পর্ষদ বলিয়া উল্লিখিত ) নামে অভিধেয় একটি পর্ষদ গঠন করিবেন যাহা এই আইনের প্রয়োগ হইতে উদ্ভূত যে সকল বিষয় তন্নিকট প্রেষিত হইবে তৎসম্পর্কে রাজ্য সরকারকে

উপদেশ দিবে এবং এই আইন অনুযায়ী তৎপ্রতি নির্দিষ্ট অন্যান্য কৃত্য নিষ্পন্ন করিবে।

(২) রাজ্য পর্ষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইবে—

(ক) একজন সভাপতি যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(খ) শ্রম কমিশনার, পদাধিকারবলে, অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন আধিকারিক যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক তৎপক্ষে মনোনীত;

(গ) অনধিক এগারো কিন্তু অন্যূন নয়, এরূপ সংখ্যক সদস্য যাঁহাদের রাজ্য সরকার সেই সরকারের এবং শিল্প, ঠিকাদারগণ, কর্মকারিগণ ও রাজ্য সরকারের অভিমতে অন্যান্য যে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত তাঁহাদের রাজ্য পর্ষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনীত করিবেন;

(৩) (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট প্রত্যেক শ্রেণী হইতে রাজ্য পর্ষদে কতজন ব্যক্তি সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা সদস্যগণের পদের মেয়াদ ও কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত, তাঁহাদের নিজ কৃত্য সম্পাদনে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং তাঁহাদের মধ্যে শূন্যপদসমূহ পূরণের প্রণালী যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপই হইবে:

তবে, কর্মকারিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে মনোনীত সদস্যগণের সংখ্যা মুখ্য-নিয়োজক ও ঠিকাদারগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে মনোনীত সদস্যগণের সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে না।

**কমিটিসমূহ গঠন করিবার ক্ষমতা।**

৫। (১) কেন্দ্রীয় পর্ষদ বা, স্থলবিশেষে, রাজ্য পর্ষদ, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ কমিটিসমূহ, সেরূপ উদ্দেশ্যের বা উদ্দেশ্যসমূহের জন্য গঠন করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী গঠিত কমিটি যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়ে ও স্থানে মিলিত হইবে এবং উহার সভায় কার্যচালনা সম্পর্কিত সেরূপ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালন করিবেন।

(৩) কোন কমিটির সদস্যগণকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ ফী ও ভাতা প্রদান করা হইবে:

তবে, যে সদস্য সরকারের বা তৎসময়ে বলবৎ কোন বিধি দ্বারা স্থাপিত কোন নিগমের আধিকারিক, তাঁহাকে কোন ফী প্রদেয় হইবে না।

# অধ্যায় ৩

## ঠিকা শ্রমিক নিয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্ট্রিকরণ

রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকগণের নিয়োগ।

৬। যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত কোন আদেশ দ্বারা—

(ক) সরকারের গেজেটভুক্ত আধিকারিক হন এরূপ যেসকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাঁহাদের এই অধ্যায়ের প্রয়োজনার্থে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ; এবং

(খ) সেই সীমা নিরূপিত করিয়া দিতে পারিবেন যে সীমার মধ্যে কোন রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী তাঁহাকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

কোন কোন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ।

৭। এই আইন যাহার প্রতি প্রযুক্ত হয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক মুখ্যনিয়োজক, সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বা কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে যে সময়সীমা যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতৎপক্ষে স্থিরীকৃত করিবেন তাহার মধ্যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য বিহিত প্রণালীতে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের নিকট আবেদন করিবেন :

তবে, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে, আবেদনকারী যথাসময়ে আবেদন করিতে পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিল, তাহা হইলে, তিনি এতৎপক্ষে নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরেও, রেজিস্ট্রিকরণের জন্য এরূপ যেকোন আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য কৃত আবেদন সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করিবেন, এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সকল বিবরণ-সম্বলিত রেজিস্ট্রিকরণের একটি প্রশংসাপত্র ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য-নিয়োজককে প্রদান করিবেন।

কোন কোন ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকরণের প্রতিসংহরণ।

৮। যদি রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিকের, এতৎপক্ষে তাঁহার নিকট কৃত কোন প্রেষণের ভিত্তিতে বা অন্যথা, প্রতীতি হয় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ মিথ্যাপ্রতিরূপণের দ্বারা বা কোন সারবান তথ্যের গোপনতার দ্বারা করাইয়া লওয়া হইয়াছে, অথবা অন্য কোন

কারণে রেজিস্ট্রিকরণ বৃথা বা নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেজন্য উহার প্রতিসংহরণ প্রয়োজন, তাহা হইলে, রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, প্রতিষ্ঠানের মুখ্য-নিয়োজককে তাঁহার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিবার পর ও যথাযোগ্য সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, রেজিস্ট্রিকরণ প্রতিসংহরণ করিতে পারিবেন।

রেজিস্ট্রি না করার ফল।

৯। এই আইন যাহার প্রতি প্রযুক্ত হয় সেরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনও মুখ্য-নিয়োজক—

(ক) যে প্রতিষ্ঠান ৭ ধারা অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে ঐ ধারার অধীনে স্থিরীকৃত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত হয় নাই, তাহার ক্ষেত্রে,

(খ) যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রেজিস্ট্রিকরণ ৮ ধারা অনুযায়ী প্রতিসংহরণ করা হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে,

(গ) প্রকরণে উল্লিখিত সময়সীমার অবসানের পর অথবা, স্থল-বিশেষে, (খ) প্রকরণে উল্লিখিত রেজিস্ট্রিকরণ প্রতিসংহরণের পর, ঐ প্রতিষ্ঠানে ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করিবে না।

ঠিকা শ্রমিক নিয়োজনের প্রতিষেধ।

১০। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যথাযোগ্য সরকার, কেন্দ্রীয় পর্ষদ বা, স্থলবিশেষে, কোন রাজ্য পর্ষদের সহিত পরামর্শ করিবার পর, কোন প্রতিষ্ঠানে কোন প্রক্রিয়া, ক্রিয়া বা অন্য কোন কর্মে ঠিকা শ্রমিক নিয়োজন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রতিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন প্রজ্ঞাপন জারি করিবার পূর্বে, যথাযোগ্য সরকার, ঐ প্রতিষ্ঠানে ঠিকা শ্রমিকের জন্য ব্যবস্থিত কার্যসংক্রান্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা—

(ক) ঐ প্রক্রিয়া, বা অন্য কর্ম ঐ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত ক্রিয়া, শিল্প, কারবার, ব্যবসায়, বিনির্মাণ বা বৃত্তিতে আনুষঙ্গিক অথবা প্রয়োজনীয় কিনা ;

(খ) ঐ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত শিল্প, কারবার, ব্যবসায়, বিনির্মাণ বা বৃত্তির ধরন বিবেচনা করিলে, উহা নিরবচ্ছিন্ন ধরনের অর্থাৎ পর্যাপ্ত স্থিতিকালের কিনা ;

(গ) ঐ প্রতিষ্ঠানে বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ নিয়মিত কর্মকারীর মাধ্যমে উহা করা হয় কিনা ;

(ঘ) যথেষ্ট সংখ্যক পূর্ণকালিক কর্মচারী নিয়োজন করাই পর্যাপ্ত কিনা।

ব্যাখ্যা।—কোন প্রক্রিয়া বা ক্রিয়া অথবা অন্য কোন কর্ম নিরবচ্ছিন্ন ধরনের কিনা, এই প্রশ্ন উঠিলে, সে বিষয়ে যথাযোগ্য সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

## অধ্যায় ৪

### ঠিকাদারকে লাইসেন্স প্রদান

লাইসেন্স আধিকারিকের নিয়োগ।

১১। যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা,—

(ক) সরকারের গেজেটভুক্ত আধিকারিক হন এরূপ যেসকল ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবেন, তাঁহাদের এই অধ্যায়ের প্রয়োজনার্থে লাইসেন্স-আধিকারিক রূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং

(খ) সেই সীমা নিরূপিত করিয়া দিতে পারিবেন, যে সীমার মধ্যে কোন লাইসেন্স-আধিকারিক এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী তাঁহাকে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

ঠিকাদারকে লাইসেন্স প্রদান।

১২। (১) এই আইন যাহার প্রতি প্রযুক্ত হয় এরূপ কোনও ঠিকাদার যে তারিখ যথাযোগ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্ট করিতে পারেন সেই তারিখ হইতে, লাইসেন্স-আধিকারিক কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রদত্ত লাইসেন্সের অধীনে ও তদনুসারে ব্যতীত, ঠিকা শ্রমিকের মাধ্যমে কোন কর্ম করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না অথবা উহা নিষ্পাদন করিবে না।

(২) এই আইনের বিধানসমূহ সাপেক্ষে, (১) উপধারা অনুযায়ী লাইসেন্সে, ঠিকা শ্রমিকসম্পর্কে বিশেষত কর্মের সময়, মজুরি স্থিরীকরণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সুখসুবিধা-সংক্রান্ত শর্তসমূহ সমেত, এরূপ আরও শর্ত থাকিতে পারিবে যেরূপ যথাযোগ্য সরকার ৩৫ ধারা অনুযায়ী কোন নিয়মাবলী প্রণীত হইয়া থাকিলে তদনুসারে আরোপ করা উপযুক্ত গণ্য করেন এবং যেরূপ ফী বিহিত হইতে পারে তাহা প্রদানের পর এবং শর্তসমূহের যথাযথ পালনের জন্য প্রতিভূতি হিসাবে বিহিত হইতে পারে এরূপ কোন

অর্থাংক থাকিলে তাহা জামানত রাখার পর সেই লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

লাইসেন্স মঞ্জুরি।

১৩। (১) ১২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী লাইসেন্স মঞ্জুরির জন্য প্রত্যেক আবেদন বিহিত ফরমে করিতে হইবে এবং উহাতে প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও ঠিকা শ্রমিক যে প্রক্রিয়া, ক্রিয়া বা কর্মের জন্য নিয়োজিত হইবে তাহার প্রকৃতি-সংক্রান্ত বিবরণ এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ অন্যান্য বিবরণ দিতে হইবে।

(২) লাইসেন্স-আধিকারিক, (১) উপধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সম্পর্কে সেরূপ তদন্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন তদন্ত করিবার কালে লাইসেন্স-আধিকারিক সেরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন যেরূপ বিহিত হইবে।

(৩) এই অধ্যায় অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত কোন লাইসেন্স উহাতে বিনির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য সিদ্ধ থাকিবে এবং যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ সময়সীমার জন্য ও সেরূপ ফী প্রদান করা হইলে ও সেরূপ শর্তে সময়ে সময়ে নবীকৃত হইতে পারিবে।

লাইসেন্সের প্রতি-সংহরণ, নিলম্বন ও সংশোধন।

১৪। (১) যদি লাইসেন্স-আধিকারিকের, এতৎপক্ষে তাঁহার নিকট কৃত কোন প্রেষণের ভিত্তিতে বা অন্যথা, প্রতীতি হয় যে—

(ক) ১২ ধারার অধীনে মঞ্জুরিকৃত কোন লাইসেন্স মিথ্যা-প্রতিরূপণ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের গোপনতার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা

(খ) কোন লাইসেন্সধারী, যেসকল শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স-মঞ্জুরিকৃত হইয়াছে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া সে সকল পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর কোনও বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে,

তাহা হইলে, লাইসেন্সধারী এই আইনের অধীনে অন্য যে শাস্তির দায়িতাধীন হইতে পারে তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, লাইসেন্স-আধিকারিক, লাইসেন্সধারীকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবার পর লাইসেন্স প্রতিসংহৃত বা নিলম্বিত করিতে পারিবেন অথবা যেসকল শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুরিকৃত হইয়াছে সে সকল যথাযথ পালনের প্রতিভূতিরূপে কোন অর্থাংক জামানত থাকিলে সেই অর্থাংক বা তাহার কোন অংশ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(২) এতদপক্ষে যেসকল নিয়ম প্রণীত হইতে পারে তৎসাপেক্ষে, লাইসেন্স-আধিকারিক ১২ ধারা অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত লাইসেন্স পরিবর্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

আপীল। ১৫। (১) কোন ব্যক্তি ৭, ৮, ১২ বা ১৪ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশে ক্ষুব্ধ হইলে, যে তারিখে ঐ আদেশ তাহাকে সংজ্ঞাপিত করা হইয়াছে তাহা হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এরূপ কোন আপীল-আধিকারিকের নিকট আপীল করিতে পারিবে যিনি যথাযোগ্য সরকার কর্তৃক এতদপক্ষে মনোনীত ব্যক্তি হইবেন ঃ

তবে, যদি আপীল-আধিকারিকের প্রতীতি হয় যে, আপীলকারী যথাসময়ে আপীল করিতে পর্যাপ্ত কারণে নিবারিত হইয়াছিল, তাহা হইলে, তিনি উক্ত ত্রিশ দিনের সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পরেও ঐ আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী কোন আপীল পাইবার পর, আপীল-আধিকারিক, আপীলকারীকে বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিবার পর, যথাসম্ভব শীঘ্র ঐ আপীলের নিষ্পত্তি করিবেন।

# অধ্যায় ৫

## ঠিকা শ্রমিকের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য

ক্যান্টিন। ১৬। (১) যথাযোগ্য সরকার এইরূপ অনুজ্ঞাত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন যে, যে প্রতিষ্ঠানে—

(ক) এই আইন প্রযুক্ত হয়,

(খ) ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন আবশ্যক হইবার মত কার্য যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সময়সীমার জন্য চলিবার সম্ভাবনা আছে, এবং

(গ) একশত বা ততোধিক ঠিকা শ্রমিক ঠিকাদারের দ্বারা সাধারণতঃ নিয়োজিত হয়,

সেই প্রতিষ্ঠানে ঠিকাদারকে ঐরূপ ঠিকা শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক ক্যান্টিনের ব্যবস্থা ও রক্ষণ করিতে হইবে।

(২) পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা ব্যবস্থা করা যাইবে যে—

(ক) কোন তারিখের মধ্যে ক্যান্টিনসমূহের ব্যবস্থা করিতে হইবে,

(খ) যতগুলি ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করিতে হইবে উহার সংখ্যা এবং উহাদের গঠন, স্থান সংকুলান, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সম্পর্কিত মান ; এবং

(গ) কি আহার্য সামগ্রী সেখানে পরিবেশন করা যাইবে ও সেজন্য কি মূল্য ধার্য করা যাইবে।

বিশ্রাম-কক্ষ।

১৭। (১) যে প্রতিষ্ঠানে—

(ক) এই আইন প্রযুক্ত হয়, এবং

(খ) ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন আবশ্যক হইবার মত কার্য যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সময়সীমার জন্য চলিবার সম্ভাবনা আছে,

সেই প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পর্কে যেখানে ঠিকা শ্রমিকের রাত্রি যাপন করা আবশ্যক হয় এরূপ প্রত্যেক স্থানে ঠিকা শ্রমিকের ব্যবহারের জন্য ঠিকাদারকে যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সংখ্যক বিশ্রামকক্ষ বা সেরূপ অন্যান্য উপযুক্ত বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা ও রক্ষণ সেরূপ সময়ের মধ্যে করিতে হইবে।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী যে বিশ্রাম-কক্ষ বা বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস যুক্ত হইতে হইবে এবং ঐগুলি পরিচ্ছন্ন ও স্বাচ্ছন্দ্যজনক অবস্থায় রাখিতে হইবে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

১৮। যে প্রতিষ্ঠানে এই আইন প্রযুক্ত হয় তাহার কার্য সম্পর্কে ঠিকা শ্রমিক নিয়োজনকারী প্রত্যেক ঠিকাদারের কর্তব্য হইবে—

(ক) ঠিকা শ্রমিকের জন্য সুবিধাজনক স্থানসমূহে স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহের,

(খ) ঐ প্রতিষ্ঠানে ঠিকা শ্রমিকের ব্যবহারের পক্ষে যাহাতে সুবিধাজনক ও সুগম হয় এরূপ স্থানে অবস্থিত বিহিত প্রকারের পর্যাপ্ত সংখ্যক পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের, এবং

(গ) প্রক্ষালনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ও রক্ষা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা।

১৯। ঠিকাদার কর্তৃক ঠিকা শ্রমিক নিয়োজিত হয় এরূপ প্রত্যেক স্থানে, যাহাতে কাজের সকল সময়ে সত্বর সহজলভ্য হয় এরূপভাবে, ঠিকাদারকে বিহিত সরঞ্জাম সজ্জিত একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-বাক্সের ব্যবস্থা ও রক্ষণ করিতে হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্য-নিয়োজকের দায়িত্ব।

২০। (১) যদি কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ঠিকা শ্রমিকের হিতার্থে ১৬, ১৭, ১৮ বা ১৯ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত কোন সুখসুবিধা তজ্জন্য বিহিত সময়ের মধ্যে ঠিকাদারের দ্বারা ব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে, ঐরূপ সুখসুবিধা যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সময়ের মধ্যে মুখ্য-নিয়োজক কর্তৃক ব্যবস্থিত হইবে।

(২) মুখ্য-নিয়োজক কর্তৃক ঐ সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে নির্বাহিত সকল ব্যয় মুখ্য-নিয়োজক, কোন সংবিদার অধীনে ঠিকাদারকে প্রদেয় কোন অর্থ-পরিমাণ হইতে বাদ দিয়া, অথবা ঠিকাদারের দ্বারা পরিশোধ্য ঋণ বাবত, ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

মজুরি প্রদানের দায়িত্ব।

২১। (১) ঠিকাদার তাহার দ্বারা ঠিকা শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মীকে মজুরি প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে এবং ঐ মজুরি যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ সময়সীমার অবসানের পূর্বে প্রদান করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক মুখ্য-নিয়োজক তাঁহার দ্বারা যথাযথভাবে প্রাধিকৃত একজন প্রতিনিধিকে ঠিকাদারের দ্বারা মজুরি সংবিতরণ করার সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য মনোনীত করিবেন এবং মজুরি হিসাবে প্রদত্ত অর্থপরিমাণ যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে শংসিত করা ঐ প্রতিনিধির কর্তব্য হইবে।

(৩) মুখ্য নিয়োজকের প্রাধিকৃত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে মজুরির সংবিতরণ সুনিশ্চিত করা ঠিকাদারের কর্তব্য হইবে।

(৪) যদি ঠিকাদার বিহিত সময়সীমার মধ্যে মজুরি প্রদান করিতে ব্যর্থ হয় বা কম প্রদান করে, তাহা হইলে, মুখ্য-নিয়োজক, ঠিকাদার দ্বারা নিয়োজিত ঠিকা শ্রমিককে সম্পূর্ণ মজুরি বা, স্থলবিশেষে, অপ্রদত্ত দেয় অবশিষ্টাংশ প্রদান করিতে দায়ী থাকিবেন এবং ঐরূপে প্রদত্ত অর্থপরিমাণ, ঠিকাদারকে কোন সংবিদার অধীনে প্রদেয় কোন অর্থ-পরিমাণ হইতে বাদ দিয়া, অথবা ঠিকাদার দ্বারা পরিশোধ্য ঋণ বাবত, ঠিকাদারের নিকট হইতে আদায় করিবেন।

# অধ্যায় ৬

## দণ্ড ও প্রক্রিয়া

বাধা প্রদান।

২২। (১) যেকেহ কোন পরিদর্শককে এই আইনের অধীনে তাঁহার কর্তব্যনির্বাহে বাধা দিবে অথবা, যে প্রতিষ্ঠান বা যে ঠিকাদারের প্রতি এই আইন প্রযুক্ত হয় তৎসম্পর্কে, এই আইন দ্বারা বা উহা অনুযায়ী প্রাধিকৃত কোন পরিদর্শন, পরীক্ষা, অনুসন্ধান বা তদন্ত করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত সুযোগসুবিধা দিতে অস্বীকৃত হইবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

(২) যেকেহ এই আইন অনুসরণক্রমে রক্ষিত কোন রেজিস্টার বা অন্য দস্তাবেজ কোন পরিদর্শকের তলবে উপস্থাপন করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকৃত হইবে অথবা এই আইন অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য অনুসরণক্রমে কার্যরত কোন পরিদর্শকের সমক্ষে উপস্থিত হইতে বা তাঁহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে কোন ব্যক্তিকে নিবারিত করিবে বা নিবারিত করিতে প্রয়াস করিবে বা যাহা নিবারিত করিতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ আছে এরূপ কোন কিছু করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায়, বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন-সম্পর্কিত বিধান-সমূহের উল্লঙ্ঘন।

২৩। যেকেহ এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মাবলীর এরূপ কোনও বিধান, যাহা ঠিকা শ্রমিকের নিয়োজন প্রতিষিদ্ধ, বাধানিষিদ্ধ বা প্রনিয়ন্ত্রিত করে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবে অথবা এই আইন অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত কোন লাইসেন্সের কোন শর্ত উল্লঙ্ঘন করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থ, এবং অবিরাম উল্লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, ঐরূপ প্রথম উল্লঙ্ঘনের জন্য দোষসিদ্ধির পর, যে সময় ব্যাপিয়া ঐ উল্লঙ্ঘন চলিতে থাকিবে তাহার প্রতিদিনের জন্য একশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ অন্যান্য অপরাধ অতিরিক্ত জরিমানায়, দণ্ডনীয় হইবে।

অন্যান্য অপরাধ।

২৪। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত

নিয়মাবলীর কোন বিধান উল্লঙ্ঘন করে এবং যদি তজ্জন্য অন্য কোন দণ্ড অন্যত্র ব্যবস্থিত না থাকে, তাহা হইলে সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

কোম্পানিকৃত অপরাধ।

২৫। (১) এই আইনের অধীন কোনও অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানি হয়, তাহা হইলে, ঐ কোম্পানি এবং ঐ অপরাধ সংঘটনের সময়ে উহার কারবার পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ও তজ্জন্য উহার নিকট দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদবিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার ও তদনুসারে দণ্ড পাইবার দায়িতাধীন হইবে :

তবে, এই উপধারার অন্তর্ভূত কোন কিছুই ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন দণ্ডের দায়িতাধীন করিবে না, যদি সে প্রমাণ করে যে ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা ঐ অপরাধের সংঘটন নিবারণ করিবার জন্য সে যথাযথ সকল অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াছিল।

(২) (১) উপধারায় যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, যেস্থলে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানির দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ ঐ কোম্পানির কোন অধিকর্তা, পরিচালক, পরিচালন এজেন্ট বা অন্য কোন আধিকারিকের সম্মতি বা মৌনানুমোদনক্রমে সংঘটিত হইয়াছে অথবা ঐ অপরাধের সংঘটন ঐ কোম্পানির কোন অধিকর্তা, পরিচালক, পরিচালন-এজেন্ট বা অন্য কোন আধিকারিকের অবহেলার কারণে ঘটিয়াছে, তাহা হইলে, ঐরূপ অধিকর্তা, পরিচালক, পরিচালন-এজেন্ট বা অন্য আধিকারিকও ঐ অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদ্বিরুদ্ধে কার্যবাহ চালিত হইবার ও তদনুসারে দণ্ড পাইবার দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থে—

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিগমবদ্ধ সংস্থা বুঝায় এবং উহা কোন ফার্ম বা অন্য ব্যক্তি—পরিমেলকে অন্তর্ভুক্ত করে ; এবং

(খ) "অধিকর্তা" বলিতে, কোন ফার্ম সম্পর্কে, ঐ ফার্মের কোন অংশীদার বুঝায়।

অপরাধের প্রগ্রহণ।

২৬। কোনও আদালত, কোন পরিদর্শক দ্বারা কৃত নালিশ বা তাঁহার লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না এবং কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অপেক্ষা নিম্নতর কোন আদালত এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

অভিযুক্তির তামাদি।

২৭। কোনও আদালত এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধ প্রগ্রহণ করিবেন না যদি না তৎসম্পর্কে নালিশ, যে তারিখে কোন পরিদর্শক ঐ অভিকথিত অপরাধের সংঘটন সম্বন্ধে অবগত হন, সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে করা হয়:

তবে, যে স্থলে ঐ অপরাধ কোন পরিদর্শকের দ্বারা কৃত কোন লিখিত আদেশ অমান্য করার অপরাধ হয়, সেস্থলে তৎসম্পর্কে নালিশ, ঐ অপরাধ যে তারিখে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিকথিত সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে করা যাইবে।

# অধ্যায় ৭

## বিবিধ

পরিদর্শনকারী কর্মীবৃন্দ।

২৮। (১) যথাযোগ্য সরকার, যাঁহাদের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন তাঁহাদের, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের প্রয়োজনার্থে পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যে স্থানীয় সীমার মধ্যে তাঁহারা এই আইনের অধীনে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহা নিরূপিত করিতে পারিবেন।

(২) এতৎপক্ষে প্রণীত কোন নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কোন পরিদর্শক, যে স্থানীয় সীমার জন্য তিনি নিযুক্ত তাহার মধ্যে—

(ক) সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে, সরকারের কৃত্যকে অথবা কোন স্থানীয় বা অন্য লোক-প্রাধিকারের কৃত্যকে রত ব্যক্তিগণের যেরূপ সহায়তা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সহায়তা (কোন থাকিলে) লইয়া, এই আইন বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বা অনুযায়ী রক্ষণ বা প্রদর্শনের জন্য অনুজ্ঞাত কোন রেজিস্টার বা অভিলেখ বা নোটিশ পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, ঠিকা শ্রমিক যেখানে নিয়োজিত হয় এরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থানে

প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য তৎসমূহের উপস্থাপন অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ;

(খ) ঐরূপ কোন ঘর-বাড়ি বা স্থানে যাহাকেই তিনি পাইবেন সেই ব্যক্তিকে এবং যাহাকেই ঐ স্থানে নিয়োজিত কর্মকারী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে সেই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন ;

(গ) কর্মের বণ্টন করিয়া দেয় এরূপ কোন ব্যক্তিকে এবং যেকোন কর্মচারীকে ঐ কর্ম যাহাদের মধ্যে বা যাহাদের জন্য বণ্টন করা হয় ও যাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত করা হয় তাহাদের নাম ও ঠিকানা সম্পর্কে এবং ঐ কর্মের জন্য যে অর্থ প্রদান করিতে হইবে তৎসম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে, সেরূপ যেকোন তথ্য প্রদান করিতে অনুজ্ঞাত করিতে পারিবেন ;

(ঘ) এই আইনের অধীন যে অপরাধ মুখ্য-নিয়োজক বা ঠিকাদার সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে সেই অপরাধ সম্পর্কে তিনি যেরূপ প্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচনা করেন সেরূপ রেজিস্টার, মজুরি-অভিলেখ বা নোটিস বা উহাদের অংশ অভিগ্রহণ করিতে বা তাহার প্রতিলিপি লইতে পারিবেন ; এবং

(ঙ) যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনও ব্যক্তি (২) উপধারা অনুযায়ী কোন দস্তাবেজ বা বস্তু উপস্থাপন করিতে অথবা আবশ্যক কোন তথ্য প্রদান করিতে কোন পরিদর্শক কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৭৫ ও ১৭৬ ধারার অর্থে তাহা করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

(৪) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর বিধানসমূহ, ঐ সংহিতার ৯৮ ধারার অধীনে জারিকৃত কোন ওয়ারেণ্টের প্রাধিকারের অধীনে কৃত কোন তল্লাসী বা অভিগ্রহণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযুক্ত হয়, সেইভাবে (২) উপধারার অধীনে কোন তল্লাসী বা অভিগ্রহণের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রযুক্ত হইবে। ১৮৯৮-এর ৫।

যেসকল রেজিষ্টার ও অন্যান্য অভি-লেখ রক্ষিত হইবে।

২৯। (১) প্রত্যেক মুখ্যনিয়োজক ও প্রত্যেক ঠিকাদার, যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ রেজিস্টার ও অভিলেখ, সেরূপ ফরমে, রক্ষণ করিবে, যাহার মধ্যে নিয়োজিত ঠিকা শ্রমিকের বিবরণ, ঠিকা শ্রমিকের দ্বারা সম্পাদিত কর্মের প্রকৃতি, ঠিকা শ্রমিককে প্রদত্ত মজুরির হার ও অন্যান্য বিবরণ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক মুখ্য-নিয়োজক ও প্রত্যেক ঠিকাদার, ঠিকা শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয় সেই প্রতিষ্ঠানের ঘর-বাড়ির মধ্যে, যেরূপ বিহিত হইবে সেরূপ প্রণালীতে, বিহিত ফরমে, নোটিসসমূহ প্রদর্শিত রাখিবে যাহার মধ্যে কর্মের সময়, কর্তব্যের প্রকৃতি ও যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিবরণ থাকিবে।

এই আইনের সহিত অসমঞ্জস বিধি ও চুক্তির ফল।

৩০। (১) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে, যখনই প্রণীত হউক, অন্য কোন বিধিতে অথবা কোন চুক্তির বা কৃত্যকসংবিদার কড়ারসমূহে অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযোজ্য কোন স্থায়ী আদেশে এই আইনের সহিত অসমঞ্জস যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর হইবে ঃ

তবে, যেস্থলে ঐরূপ কোন চুক্তি, কৃত্যক-সংবিদা বা স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ঠিকা শ্রমিকগণ কোনও বিষয়ে এরূপ হিতসমূহের অধিকারী যেগুলি এই আইন অনুযায়ী তাহারা যে সকল হিতের অধিকারী হইবে তদপেক্ষা অধিকতর অনুকূল, সেস্থলে ঠিকা শ্রমিকগণ, অন্যান্য বিষয়ে এই আইন অনুযায়ী হিত গ্রহণ করা সত্ত্বেও, সেই বিষয়ে ঐরূপ অধিকতর অনুকূল হিতসমূহেরই অধিকারী থাকিয়া যাইবে।

(২) ঠিকা শ্রমিকগণ কোন বিষয়ে এই আইন অনুযায়ী যে অধিকার বা বিশেষাধিকারের অধিকারী হইবে, তদপেক্ষা অধিকতর অনুকূল অধিকার বা বিশেষাধিকার তাহাদের মঞ্জুর করিবার জন্য মুখ্য-নিয়োজক বা, স্থলবিশেষে, ঠিকাদারের সহিত ঠিকা শ্রমিকগণের চুক্তি সম্পাদন করিবার পক্ষে, এই আইনের অন্তর্ভূত কোন কিছুই প্রবারিত করে বলিয়া অর্থান্বয়িত হইবে না।

বিশেষ ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।

৩১। যথাযোগ্য সরকার, কোন জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ শর্ত ও বাধানিষেধ, যদি থাকে, তৎসাপেক্ষে এবং সেরূপ সময়সীমা বা সময়সীমাসমূহের জন্য, এই আইনের বা তদধীনে

প্রণীত নিয়মাবলীর সকল বা যেকোন বিধান কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বা কোন শ্রেণীর ঠিকাদার সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না।

এই আইন অনুযায়ী কৃত-কার্যের জন্য সংরক্ষণ।

৩২। (১) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশ অনুসরণক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর জন্য কোনও রেজিস্ট্রিকারী আধিকারিক, লাইসেন্স-আধিকারিক বা অন্য কোন সরকারী কৃত্যকারীর বিরুদ্ধে অথবা কেন্দ্রীয় পর্ষদ বা, স্থলবিশেষে, রাজ্য পর্ষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা, অভিযুক্তি বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

(২) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশ অনুসরণক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করা হইবে বলিয়া অভিপ্রেত কোন কিছুর দ্বারা কোন লোকসান ঘটিত হইলে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য হইলে তাহার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও মামলা বা অন্য বৈধিক কার্যবাহ চলিবে না।

নির্দেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা।

৩৩। কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজ্যসরকারকে, ঐ রাজ্যে এই আইনের অন্তর্ভূত বিধানসমূহ কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

অসুবিধা দূরী-করণের ক্ষমতা।

৩৪। এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিতে যদি কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার, এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস না হয় এরূপ যে ব্যবস্থা ঐ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বা সঙ্গত মনে হয় সেরূপ ব্যবস্থা, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, করিতে পারিবেন।

নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৫। (১) যথাযোগ্য সরকার, পূর্ব প্রকাশনের শর্তসাপেক্ষে, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলীর দ্বারা নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে যথা :—

(ক) কেন্দ্রীয় পর্ষদ এবং রাজ্য পর্ষদে নানাবিধ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন এরূপ ব্যক্তিগণের সংখ্যা, তাঁহাদের পদের কার্যকাল এবং কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত, তাঁহাদের কৃত্য সম্পাদনে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং শূন্যপদ পূরণের প্রণালী ;

(খ) এই আইন অনুযায়ী গঠিত কোন কমিটির সভাসমূহের সময় ও স্থান, ঐ সভাসমূহে কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম সহ অনুসরণীয় প্রক্রিয়া এবং কোন কমিটির সদস্যগণকে প্রদেয় ফী ও ভাতাসমূহ ;

(গ) ৭ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেজিস্ট্রিকরণের প্রণালী, তাহার জন্য ফী ধার্যকরণ এবং রেজিস্ট্রিকরণের প্রশংসাপত্রের ফরম ;

(ঘ) ১৩ ধারা অনুযায়ী কোন লাইসেন্স প্রদানের বা নবীকরণের জন্য আবেদনের ফরম এবং ইহাতে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে এরূপ বিবরণ ;

(ঙ) কোন লাইসেন্স মঞ্জুরির আবেদন সম্পর্কে যে প্রণালীতে তদন্ত করিতে হইবে তাহা এবং লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার বা মঞ্জুর করিতে অস্বীকৃত হইবার পক্ষে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ;

(চ) ১২ ধারা অনুযায়ী যে লাইসেন্স প্রদান বা নবীকরণ করা যাইবে তাহার ফরম ও যে শর্তসাপেক্ষে ঐ লাইসেন্স প্রদান বা নবীকরণ করা যাইবে তাহা, কোন লাইসেন্স প্রদান বা নবীকরণের জন্য যে ফী ধার্য হইবে তাহা এবং ঐরূপ শর্ত পালনের প্রতিভূতি হিসাবে কোন অর্থাংকের জামানত ;

(ছ) যে পরিস্থিতিতে ১৪ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্সের পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে ;

(জ) ১৫ ধারা অনুযায়ী আপীল যে ফরমে ও প্রণালীতে দায়ের করা যাইবে তাহা এবং ঐ আপীলের নিষ্পত্তি করিতে আপীল— আধিকারিকগণ দ্বারা অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ;

(ঝ) এই আইন দ্বারা ব্যবস্থা ও রক্ষণের জন্য অনুজ্ঞাত সুযোগসুবিধা যে সময়ের মধ্যে ঠিকাদারের দ্বারা এবং ঠিকাদার খেলাপ করিলে মুখ্য-নিয়োজকের দ্বারা যথানুজ্ঞাতরূপে ব্যবস্থিত হইতে পারিবে তাহা ;

(ঞ) যতগুলি ক্যান্টিন, বিশ্রামাগার, পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণ করিতে হইবে তাহাদের সংখ্যা ও প্রকার ;

(ট) প্রাথমিক চিকিৎসা-বাক্সে যে প্রকারের সরঞ্জামসমূহের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে তাহা ;

(ঠ) ঠিকা শ্রমিককে প্রদেয় মজুরি ২১ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যে সময়সীমার মধ্যে ঠিকাদারের দ্বারা প্রদত্ত হইতে হইবে তাহা ;

(ড) মুখ্য-নিয়োজক ও ঠিকাদারকে যে রেজিস্টার ও অভিলেখ রক্ষণ করিতে হইবে তাহাদের ফরম ;

(ঢ) রিটার্নসমূহ দাখিলকরণ এবং যে ফরমে ও যে সকল প্রাধিকারীর নিকট ঐরূপ রিটার্নসমূহ দাখিল করা যাইবে তাহা ;

(ণ) ঠিকা শ্রমিক সম্পর্কে কোন তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহ ; এবং

(ত) এই আইন অনুযায়ী উপস্থাপিত করিতে হইবে বা করা যাইবে এরূপ অন্য কোন বিষয় ।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইন অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে, সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে, এবং যদি পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, ঐ নিয়ম তৎপরে কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না ।